দৈনিক খবর

তারিখ ... 10 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ...

সিরাজগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম সংকট

।। আবদুল বাতেন হিরু ।।

সিরাজগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন চরম সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ঘর জরাজীর্ণ, ধ্বংসপ্রাপ্ত ও আসবাব পত্রের তীব্র সংকট রয়েছে।

গত দু'বছরের ভয়াবহ বন্যা ও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় শতাধিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে মাটিতে বসে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে। ঝড়-বৃষ্টি মৌসুম শুরু হলে এই সকল বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে পড়ে।

সিরাজগঞ্জ জেলার ৯টি উপজেলায় ৭শ' ৭৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২শ' ৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। গত ১৯৮৯ সনের নভেম্বর মাস পর্যন্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের হিসেব মতে জেলায় ৪ হাজার ৮২ জন শিক্ষক রয়েছেন। জেলা শিক্ষা অফিস ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের খবর রাখেন না। অফিসে যোগাযোগ করা হলে নিম্ন কর্মচারী ছাড়া কাউকে পাওয়া যায়নি।

প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব, প্রায় শতাধিক বিদ্যালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত, অধিকাংশ বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা ও আসবাবপত্র তীব্র সংকটের কারণে সিরাজগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। জেলার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেহারে ছাত্র-ছাত্রী বাড়ছে সে তুলনায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষকের সংখ্যা না বাড়ায় সংকট আরও তীব্রতর হচ্ছে।

এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, জেলার প্রায় ৬০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা দুর্দশাগ্রস্ত। বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশে সংস্কারের অভাবে বর্তমানে জরাজীর্ণ ও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সামান্য বৃষ্টি বা ঝড় হলেই এসব বিদ্যালয়ের ঘর পড়ে যায় এবং দেয়ালসহ ঘরের ছাউনী উড়ে যায়। ঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসংখ্য বিদ্যালয় সঠিক সময়ে মেরামত না করায় ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়ে যায়।

এ ছাড়া জেলায় প্রায় শতাধিক বিদ্যালয় রয়েছে যা শিক্ষাদানে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের ঝুকি নিয়ে ক্লাস করছে। অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে খোলা আকাশের নীচে মাটিতে বসে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে।

অধিকাংশে বিদ্যালয়ে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ডসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের তীব্র সংকট বিরাজ করছে। জেলার যে সকল বিদ্যালয়ে নলকূপ রয়েছে তার অধিকাংশ দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে থাকায় এবং জেলার অধিকাংশে বিদ্যালয়ে পায়খানা-প্রস্রাবখানা না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষকদের পদে পদে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

অভিযোগে প্রকাশ, গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশে বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা সময়মতো উপস্থিত হন না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিদিন ৫/৬ জন শিক্ষকের স্থলে ২/৩ জন শিক্ষক ক্লাস নিয়ে দায়সারা গোছের চাকরি করছেন। অধিকাংশে বিদ্যালয়ে প্রায় প্রতিদিন ১/২ জন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেন। সহযোগী শিক্ষক অনুপস্থিত শিক্ষকদের অভাব মেটান। পরবর্তীতে যাতে তিনিও এই সুযোগ ভোগ করতে পারেন। এছাড়া গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকের বাড়ী বিদ্যালয়ের কাছাকাছি হওয়ায় বাড়ীর কাজ বা জমির কাজ সেরে তড়িঘড়ি করে ক্লাসে উপস্থিত হয়ে কোন রকমে ক্লাসটি নিয়ে আবার ব্যক্তিগত কাজের পিছনে ছোটেন। এমনও অভিযোগ রয়েছে কোন কোন শিক্ষক মাসের অধিকাংশ সময় উপস্থিত থাকেন না। অথচ বেতনের সময় আগে ভাগে গিয়ে পুরো টাকা বেতন তুলছেন।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের কঠোর নির্দেশ থাকলেও তা পালিত না হবার অভিযোগ রয়েছে। জেলা বা উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ বেশীর ভাগ সময় অফিসে বসেই পরিদর্শন রিপোর্ট তৈরী করে রাখেন। কিন্তু বাস্তবে পরিদর্শন হয় না বললেই চলে। প্রতিটি বিদ্যালয় নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করলে বিদ্যালয়ের সমস্যা নিরসনসহ সুস্পষ্ট লেখাপড়া নিশ্চিত হতো বলে অভিভাবকদের মতামতে জানা গেছে। বর্তমানে জেলার অধিকাংশে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের তার ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান রয়েছে।

এমনিতর অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত মাসে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক

৭-এর পাতায় দেখুন

সিরাজগঞ্জে প্রাথমিক

৬-এর পাতার পর

জনাব মিয়াসউদ্দিন আহমেদ জেলার রায়গঞ্জ ও তাড়াশের কয়েকটি বিদ্যালয়ে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি বিদ্যালয়গুলোতে চরম অব্যবস্থা, অধিকাংশে শিক্ষকের অনুপস্থিত, ছাত্র-ছাত্রী না পেয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এক অভিযোগে প্রকাশ, উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক খাতে বরাদ্দ অপ্রতুল রাখায় উন্নয়ন কার্যকরী হয় না বললেই চলে।

জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ২শ' ৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সেগুলোর অবস্থা আরও শোচনীয়। বেশীর ভাগ বিদ্যালয় স্থানীয় প্রভাবশালী ও অর্থশালীদের দানের উপর নির্ভর করে চলে। বেশীর ভাগ বিদ্যালয় সরকারীকরণের আশায় এক যুগেরও বেশী সময় ধরে গ্রহর গুণছে।

এখানে একটি বিদ্যালয়ের করুণ চিত্র তুলে ধরা হোল :-

উল্লাপাড়া উপজেলার রহিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সংস্কারের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দীর্ঘদিন ধরে খোলা আকাশের নীচে মাটিতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। ফলে এই বিদ্যালয়ে পূর্বের চেয়ে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে।

স্থানীয় অভিভাবকদের অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছরে রহিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি শোচনীয় অবস্থা পর্যালোচনা করে ২৩ হাজার ৩শ' ১৮ টাকা মেরামতের জন্য বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে প্রথম কিস্তির ৮ হাজার টাকা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তুলে বিদ্যালয়টি সংস্কার না করেই সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করেন। উক্ত আত্মসাৎ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আজও কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি।

গত বছরের ১৩ই জুন উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয়টিতে পরিদর্শনে গিয়ে বিদ্যালয়টির করুণ অবস্থা দেখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয়টি সংস্কারের জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু সে সুপারিশ আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

এক ঝড়ে বিদ্যালয়টি বিধ্বস্ত হলে এর ভিতরকার টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ড এবং ঘরের বেড়া সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। দীর্ঘ সংস্কারের অব্যবস্থায় ভাঙ্গা টিনের চালা পড়ে থাকায় যেকোন মুহূর্তে তা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ বিদ্যালয়টি সংস্কারের জন্য বার বার কর্তৃপক্ষকে জানান হলেও তাদের প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে।

এলাকার জনগণ বিদ্যালয়টি সংস্কারের ব্যবস্থাসহ মার্বিক শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আনার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।